দামুড়হুদায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ ও ফ্যান বিতরণ

দামুড়হুদায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্লাস্টিকের বেঞ্চ ও ফ্যান বিতরণ করা হয়েছে।

আজ রবিবার বেলা ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কারিগরী সহায়তায় ও উপজেলা পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার মান উন্নয়ন কল্পে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ ও ফ্যান বিতরণ করা হচ্ছে। স্কুলের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করবেন। আপনাদের কাছ থেকেই তারা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং আপনাদের কাছ থেকেই তারা ভালো মন্দ সবকিছু শিখবে।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী (জাইকা’র) সহায়তায় অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছা: সাহিদা খাতুন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা ফার্স্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুম বিল্লাহ, সহকারী প্রধান শিক্ষক জহির রায়হান সোহাগ সহ উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে দামুড়হুদা উপজেলার ৬৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০৫ টি বৈদ্যুতিক সিলিং ফ্যান ও ২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৯১ জোড়া প্লাস্টিকের বেঞ্চ বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ১১ টি স্বর্ন বারসহ মহিলা চোরাকারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ৩২০ গ্রাম ওজনের ১১ টি স্বর্নের বারসহ মোছাঃ তাছলিমা খাতুনকে (২৫) চোরাচালানীকে আটক করে। আটককৃত তাছলিমা পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামের রেজাউল করিমের মেয়ে।

রবিবার ৩ মার্চ সকাল ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান,পিএসসির নেতৃত্বে,অভিযান চালায় দর্শনার ছয়ঘরিয়া গ্রামে।

এ সময় ৬ বিজিবির সুলতানপুর ক্যাম্পের বিওপি কমান্ডার সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্তের মেইন পিলার ৭৮ হতে আনুমানিক ৪শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছয়ঘরিয়া পাঁকা রাস্তার উপর মসজিদের সামনে এ্যাম্বুশ করে।

পরে বিজিবি একটি ইজিবাইক সীমান্তের দিকে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে।ইজিবাইকটি সন্দেহ হলে তল্লাশি শুরু করে।তল্লাশি চলা কালে একজন মহিলার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হয় পরে তাকে আটক করে। পরে তাছলিমার দেহ তল্লাশি করে ১১ টি স্বর্নের বার উদ্ধার করে।

আটককৃত বার গুলির আনুমানিক বাজার মৃল্যে ১কোটি ৩০ লাখ টাকা।এ ঘটনায় আটককৃত মহিলা চোরাচালানী তাছলিমা খাতুনের বিরুদ্ধে নায়েক মোঃ দিদার বাদশা বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা করেছে।জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন অপরাধের কারনে ৭ প্রতিষ্ঠানের জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা শহরের বড়বাজারে ব্যবসায়ীদের মূল্যতালিকা,ভাউচার না থাকাসহ বিভিন্ন অপরাধে ৭ প্রতিষ্ঠানের স্বত্তাধিকারীকে ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বাজার তদারকির সময় এ জরিমানা করেন।

সজল আহম্মেদ জানান,ভোজ্য তেলের নতুন মূল্য কার্যকর ও পবিত্র মাহে রমজানের আগে নিয়মিত বাজার তদারকির অংশ হিসেবে পেঁয়াজ,সবজি, মুদি দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় মেসার্স সুমন স্টোরে তেল, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির স্বত্তা¡ধিকারী সাধন সাধু খাকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় ৫ হাজার টাকা, মেসার্স অন্তর স্টোরের স্বত্তাধিকারী অন্তর হোসেনকে একই অপরাধ ও আইনের ধারায় ৩ হাজার টাকা, মেসার্স মুরাদ স্টোরের স্বত্তাধিকারী মুরাদ মুন্সিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার পাশাপাশি মেয়াদোত্তীর্ণ ও মূল্যবিহীন ক্ষতিকর রঙ মেশানো খোলা চিপস বিক্রির অপরাধে একই আইনের ৩৭ ও ৩৮ ধারায় ৪ হাজার টাকা, মেসার্স সুকুমার স্টোরের স্বত্তাধিকারী শুভন কুমারকে একই আইনের ৩৮ ধারায় ৩ হাজার টাকা,মেসার্স মানিক স্টোরের স্বত্তাধিকারী তিজারত মন্ডলকে একই ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি আরো জানান, পরে কাঁচামালের খুচরা বাজার তদারকি করা হয়। এসময় কাঁচামাল আড়ৎদার মেসার্স জামান ভান্ডারের স্বত্ত¡◌াধিকারী রবিউল ইসলামকে পণ্যে কেনার ভাউচার না রাখা ও খুচরা মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে একই আইনের ৩৮ ধারায় ১ হাজার টাকা আর মেসার্স বিসমিল্লাহ ভান্ডার পেঁয়াজের আড়তের পেঁয়াজের কেনার ভাউচার সংরক্ষণ না করার অপরাধে একই আইনের ৪৫ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তদারকির সময় ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে সবাইকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য কেনাবেচার ভাউচার সংরক্ষণ ও মূল্যতালিকা প্রদর্শন করতে নির্দেশনা দেয়া হয়। আর তেলের নতুন মূল্য কার্যকর

করতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়। বাজার তদারকি করার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি দল সহযোগীতা করে।

আলমডাঙ্গায় মা-বাবার বিচ্ছেদের ৪ মাস পর বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মোবাইল ফোনে চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইলবগাদি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া শিশুটির নাম মাইশা খাতুন (৭)। সে স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদি গ্রামের শিশু মাইশা খাতুন মোবাইলের চার্জার নিয়ে খেলা করছিল। সে ওই চার্জারের তার নিজের গলায় পেঁচিয়ে বৈদ্যুতিক বোর্ডে দিতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়ার আগেই মারা যায়।

ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান বলেন, গত তিন-চার মাস আগে শিশুটির বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়। এরপর থেকে ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদি গ্রামে নানা শহিদুল হকের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে থাকতো মাইশা। বৃহস্পতিবার সকালে শিশু মাইশা মোবাইল চার্জার বিদ্যুতের প্লাগে দিলে বিদ্যুতায়িত হয়। এরপর সে অসুস্থ হলে পড়লে হাসপাতালে নেয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ গনি মিয়া বলেন, বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে শিশু মৃত্যুর ঘটনাটি শুনেছি। সদর থানা পুলিশ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠালে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

জীবননগরে তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে জরিমানা,একটি বন্ধ

জীবননগরে নিয়ম না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনার দায়ে ভোক্তা অধিকার আইনে তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিককে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

এ দিকে লাইফ কেয়ার থেরাপী এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জীবননগর পৌর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।

ভোক্তা অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যলয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, জীবননগর উপজেলা শহরে নিয়ম না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করছেন। নানা অনিয়ম প্রমানিত হওয়ায় জীবননগর হাসপাতাল এলাকার অংকন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত।

নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করায় অংকন ডায়াগনস্টিক এন্ড মেডিকেল সেন্টারের মালিক মো: আসাদুজ্জামান রিপনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ও ৫৩ ধারায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় একই অপরাধে আল হেরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মেয়াদ উত্তীর্ণ টেস্ট কিট ও অন্যান্য মেডিসিন পাওয়া যায়।

ল্যাবের ফ্রিজে কাচা মাংশ রাখা, বিভিন্ন টেস্টের জন্য নির্ধারিত টেকনিশিয়ান ব্যাতিত টেস্ট করার প্রমাণ পাওয়ায় ।মেসার্স আল হেরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক মো: নুরুল আমিনকে ৩০হাজার টাকা এবং মেসার্স লাইফ কেয়ার ডক্টর’স চেম্বার এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অনুমোদন ব্যতীত ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করা ও সেবার মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৪৫ ধারায় মেসার্স লাইফ কেয়ার ডক্টর’স চেম্বারের মালিক মো: রোকিনুজ্জামান তাছিরকে ১০হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়। এবং এক সপ্তাহের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, ভোক্তা অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা

জেলা কার্যলয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ,জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মোস্তাফিজুর রহামন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ আনিছুর রহমানসহ জীবননগর থানার এস আই সৈকতের নেতৃত্বে জীবননগর থানা পুলিশের একটি টিম ।

দর্শনা থানা প্রতিষ্ঠার ৪ বছরে ৪ ওসি

দর্শনা থানা প্রতিষ্ঠার বয়স দেখতে দেখতে ৪ বছর পূর্ন হলো। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ থানায় ৪ বছরে পর্যায়ক্রমে ৪ জন অফিসার ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

দর্শনা থানার প্রথম ওসি মাহব্বুর রহমান কাজলের বদলির পরই যোগদান করেন এএইচএম লুৎফুল কবীর। তারপর যোগদান করেন ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ যোগদানের দুই মাসের মাথায় বদলী হয়ে বর্তমানে তিনি চুয়াডঙ্গা ডিবির ওসি হিসাবে কর্মরত আছে।

এরপর দর্শনা থানায় যোগদান করেন,ওসি বিপ্লব কুমার সাহা যোগদানের পর থেকে দর্শনা আইন শৃংখলা কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে সুধি মহল মনে করেন।তাই দর্শনা শহর চুয়াডাঙ্গা জেলার ভিতর অতিগুরত্বপূর্ণ শিল্প শহর হিসেবে দর্শনার পরিচিতি গোটা দেশেই।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ৪ বারের সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগরের নিরলস প্রচেষ্ঠার ফসল হিসেবে দর্শনা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র থেকে থানা হিসেবে উন্নিত হয়। গত ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারিতে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল আনুষ্ঠানিকভাবে দর্শনা থানার শুভ উদ্বোধন করেন। ২০২০ সাল থেকে ২৮/০২/২৪ পর্যন্ত মাদক উদ্ধার হয়েছে, ফেনসিডিল ১৩ হাজার ১৪২ বোতল, গাঁজা ৩শ ৫২ কেজি, ইয়াবা ট্যাবলেট ৭ হাজার ৭১৩ পিচ, চোলাই মদ ৮শ ৭৪ লিটার, বিদেশী মদ ২শ ৬ বোতল, ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ২৩হাজার ৩শ পিচ, নেশা জাতীয় ইনজেকশন ১৩শ ২৩ পিচ, গাঁজা গাছ, ১৭ টি, ৩ পুরিয়া হেরোইন।

এ পর্যন্ত রুজুকৃত মামলার সংখ্যা ১১৯০, গ্রেফতার হয়েছে ২৯৩৭ জন। দর্শনা থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ইন্সপেক্টর মাহাবুর রহমান কাজল। তিনি যোগদানের পর থেকেই দর্শনা থনার মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয় ওসি মাহব্বুর রহমান কাজল।তারপর দুই বছর পৃর্ন হওয়ায় বদলী হয়ে ডিবির ওসি হিসাবে যোগদান করেন।

এরপর ইন্সপেক্টর এএইচএম লুৎফুল কবীর দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে যোগদান করে যোগদানের পর থেকে তিনি মানুষের সাথে অসৌজন্য মৃলক আচরনসহ তার নামে বিভিন্ন কর্যলয়ে অভিযোগ পড়তে থাকে।একের পর এক বির্তকের জন্ম দেয় তিনি। এ সব ঘটনায় তাকে দর্শনা থানা থেকে বদলী করে গোয়েন্দা বিভাগের ৩ নং ওসি হিসাবে চুয়াডাঙ্গায় যোগদান করে।এরপর ওসি হিসাবে যোগদান করেন ফেরদৌস ওয়াহিদ তিনি যোগদানের দুই মাসের মাথায় বিদায় নিতে হয় দর্শনা থানা থেক।

এরপর যোগদান করেন, বিপ্লব কুমার সাহা, তিনি যোগদানের পর থেকে বেশ সুনামের সহিত কাজ করে যাচ্ছেন, দুজন ইন্সপেক্টরসহ একদল চৌকস এসআই, এএসআই ও কনস্টেবল নিয়ে সন্ত্রাস, অস্ত্র, ছিনতাই, ডাকাতি, ইভটিজিং, মাদক, চোরাচালানসহ অপরাধ বিরোধী ঝটিকা অভিযান চলমান রেখেছে। এবং দর্শনা থানার আইন শৃংখলা স্বাভাবিক চলছে বলে ধারনা করছে সাধারন মানুষ। যেকোন মূল্যের বিনিময়ে মাদককে শূন্যের কোটায় আনার ঘোষণা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। মাদকমুক্ত দেশ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে প্রশাসনকে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

সে নির্দেশ মোতাবেক চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম স্যার মাদকের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশে মাদক মুক্ত থানা গঠনের অঙ্গিকার নিয়ে মাঠে রয়েছি আমরা। দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযান রয়েছে অব্যাহত। দর্শনা থানাবাসীর সহযোগিতা এভাবেই অব্যাহত থাকলে অবশ্যই মাদকমুক্ত এলাকা গড়া সম্ভব হবে। তাই আসুন আমরা মাদককে না বলি, মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মাদককারবারী, চোরাচালানী ও অপরাধীদের আইনের হাতে তুলে দিতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি।

আলমডাঙ্গার মোকামতলায় পুকুর খননের নামে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। এতে পার্শবর্তী জমিতে ফসল চাষে অতিরিক্ত সেচপানি ও উর্বরতা কমে যাওয়ার আশংকা করছে কৃষকেরা।

এছাড়া ওই মাটি ট্রাক্টরে পরিবহণ করায় সড়কগুলো ধুলোই আচ্ছোন্ন হয়ে পড়েছে। দ্রুত গতিতে গাড়ি চলাচলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছে স্থানীয়রা। ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে পরিবেশ। এতে উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামণা করেছে এলাকাবাসী।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের হারকান্দি-মোকাতলা গ্রামের দু’বিল মাঠ এলাকা থেকে দারুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছে। তিনি ওই এলাকার মৃত আইনুদ্দিন মালিতার ছেলে। সে গত কয়েক মাস পূর্বে মাছ চাষের জন্য পুকুর লিজ নিয়েছেন। ওই পুকুর থেকে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছেন। প্রতিদিন ৭/৮ টি ট্রাক্টরে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত অনিয়ন্ত্রিতভাবে মাটি পরিবহণ করছে। এতে সড়ক জুড়ে ধুলোমাটিতে আচ্ছোন্ন হয়ে পড়েছে। যখনতখন ঘটতে পারে বড় ধরণের দুর্ঘটনা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কৃষক জানান, পুকুরের চারিপাশে আবাদি ফসলের জমি রয়েছে। এ জমিতে ভুট্টা সহ বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয়। পুকুর খননের কারনে ফসলের জমিতে সেচের পানি থাকে না। এছাড়া দ্রুতগতিসম্পন্ন ট্রাক্টরে ধুলোবালিতে পরিবেশ নষ্ট ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুটি ক্লিনিকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় সার্বক্ষণিক চিকিৎসক এবং প্রশিক্ষিত নার্স ছাড়াই রোগী চিকিৎসা দেবার অভিযোগে ফিরোজ ক্লিনিকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া একই অভিযোগে কালিদাসপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আল-মদিনা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিককেও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাসের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের হাউসপুর এলাকার ফিরোজা ক্লিনিকে সার্বক্ষণিক এমবিবিএস ডাক্তার ও প্রশিক্ষিত নার্স ছাড়াই রোগী ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। এ ছাড়াও একই অভিযোগে কালিদাসপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আল-মদিনা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিককেও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাস বলেন, সার্বক্ষণিক চিকিৎসক ও নার্স ছাড়াই একটি হাসপাতাল চালানোর অভিযোগে মালিকের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মালিক জরিমানার টাকা সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধ করে দেন।

এদিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযুক্ত ডাঃ নজরুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আমার ক্লিনিকে লাইসেন্সসহ সকল কাগজপত্র সঠিক আছে। আমি সার্বক্ষণিক ক্লিনিকে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকি। প্রশিক্ষিত নার্সও আছেন ঘটনার সময় তিনি ছুটিতে ছিলেন। তিনি আরও বলেন, আলমডাঙ্গার অনেক ক্লিনিকেই সার্বক্ষণিক চিকিৎসক ও নার্স নেই। সেখানে অভিযান হচ্ছে না। আমি মনে করি এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তি ব্যক্তিগত আক্রোশ মূলক জরিমানা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের দিনব্যাপী বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে বর্নাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে বার্ষিক বনভোজন অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে ঝিনাইদহ জেলার জোহান ড্রিম ভ্যালী পার্কে বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল।

এসময় প্রেসক্লাবের ৩০ জন সদস্য বনভোজনে অংশ নেয়। এখানে অনুষ্ঠানমালা মধ্যে ছিল সুধিজনদের সাথে নিয়ে সাংবাদিকদের পার্কে শোভা যাত্রা, আলোচনা সভা, মধ্যাহ্নভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ র্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন সকল সাংবাদিকেরা আনন্দের অন্যতম দিনে পরিণত হয়। লটারির মাধ্যমে ১০ জন বিজয়ীকে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্টান, কবিতা আবৃতি, কৌতুক অভিনয়, একক অভিনয় চলতে থাকে। এখানে সকল সদস্য, গাড়ির ড্রাইভার, রাধুনি সকলকে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। র্যাফেল ড্রতে যারা পুরস্কার পায়, প্রথম পুরস্কৃত হয় দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের সহকারি ব্যুরো প্রধান রানা আফিদ্রি, দ্বিতীয় মাইক্রো ড্রাইভার, তৃতীয় হয়েছে প্রেসক্লাবের সদস্য লাল্টু রহমান, চতুর্থ মাইক্রো ড্রাইভার, পঞ্চম সাংবাদিক আতিক বিশ্বাস, ষষ্ট শামিম রেজা, সপ্তম আবুল কাশেম টুকু, অস্টম রুনু খন্দকার, নবম পুরস্কার সময়ের সমীকরনের ব্যুরো প্রধান হামিদুল ইসলাম, দশম পুরস্কার পান সময়ের সমীকরন পত্রিকার প্রতিনিধি ও সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শেখ শফিউর রহমান।

প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার তুলে দেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু।

সার্বিক অনুষ্টান পরিচালনা করেন প্রেসক্লাবের ১নং নির্বাহী সদস্য ও সিনিয়র সাংবাদিক পশ্চিমাঞ্চলের ব্যুরো প্রধান প্রশান্ত বিশ্বাস, দৈনিক সমকালের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি ও প্রেসক্লাবের

দপ্তর সম্পাদক তানভীর সোহেল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আতিক বিশ্বাস, সমাজ কল্যান সম্পাদক গোলাম সরোয়ার সদু, সহ-সাংগাঠনিক সম্পাদক বসিরুল আলম, আইসিটি সম্পাদক মীর ফাহিম ফয়সাল, নির্বাহী সদস্য জাফর জুয়েল প্রমুখ।

দামুড়হুদায় ৪ শ’ ৮৭ পিচ বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ আটক ৩

দামুড়হুদা উপজেলায় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক অভিযান চালিয়ে ৪ শত৮৭ পিচ ভারতীয় বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ তিনজনকে আটক করেছেন।

আটকৃতরা হলো মাহাবুর (৩২) চাকুলিয়া গ্রামের রমজান আলির ছেলে, হাফিজুর (৩৫) একই গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে ও মিজান (৫৫) একই গ্রামের মৃত শুকুর আলির ছেলে। গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে মুক্তারপুর মাঝেরপাড়া রাস্তার উপর তাদেরকে আটক করা হয়।

জানাযায়, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক মোছা: শিরীন আক্তার এর নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সঙ্গীয় ফোর্সদের সমন্বয়ে দামুড়হুদা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোক্তার পুর মাঝের পাড়ায় থেকে চাকুলিয়া গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে হাফিজুর রহমান, মৃত শুকুর আলির ছেলে মিজানুর রহমানকে আটক করেন। পরে তাদের ব্যবহৃত মোটর সাইকেলের সিট তল্লাশি করে ৩ শত পিচ বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করেন। এবং ডিসকভারি ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল জব্দ করেন।

একইদিনে চাকুলিয়া গ্রামের মাঠ পাড়ার রমজান আলির ছেলে মাহবুবুর রহমানকে আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ১ শত ৮৭ পিচ বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করেন। জেলা মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের উপ পরিদর্শক আকবর হোসেন বাদী হয়ে উক্ত আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেন।